ঘিওরে ১৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিত্যক্ত ভবনেই চলছে পাঠদান

কমে যাচ্ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা

■ **মো. শফি আলম, ঘিওর (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা**

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় ১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলছে পাঠদান ঝুঁকিপূর্ণ, জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত ভবনে। এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। শ্রেণিকক্ষ সংকটে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুরোনো টিনশেড ঘরে কিংবা বারান্দায় কোনো রকমে ক্লাস নিচ্ছেন। যে কোনো সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দিন কাটে শঙ্কায়। কমে যাচ্ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা।

সরজমিনে দেখা যায়, ঘিওর উপজেলার নালী ইউনিয়নে বাঠইমুড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একতলা ভবনের বিম ও স্তম্ভের (কলাম) বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভিতরের মরিচা ধরা রডগুলো বের হয়ে এসেছে। ছাদ ও দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ছে। গত বছরের অক্টোবর মাসে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের দুটি শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করে আসছিলেন শিক্ষকেরা। তবে চলতি মাসের শুরু থেকে ঐ ভবনে পাঠদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) খালেদা মঞ্জুর এ খোদা বলেন, ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় প্রায় এক বছর ধরে প্রাক প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের ক্লাস নেওয়া বন্ধ রয়েছে। শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছোট একটি ছাপরা ঘরের একটি মাত্র কক্ষে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। ভবনটি পরিত্যক্ত হওয়ায় জানুয়ারি মাস থেকে শ্রেণিকক্ষগুলোতে তালা দিয়ে বারান্দায় শিশুদের ক্লাস নেওয়া হয়েছে।

শুধু এই বিদ্যালয়ই নয়, ঘিওর উপজেলার ১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একই চিত্র। ভবন জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তা অনেক আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে। এতে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদান পরিচালনা করতে বিপাকে পড়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শিশুরাও কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও কমে গেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্যমতে, ঘিওর উপজেলায় ১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এগুলো হলো ঘিওরের সাইংজুরী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বানিয়াজুরী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাকজোড় প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঠইমুড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উভাজানী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর তরা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়বিলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিংজুরী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুস্তা প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফুলহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়টিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘিওর আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়, আশাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রীধরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালাচাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাংগালা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব ভবন ২০ থেকে ৩৬ বছর পুরোনো। উভাজানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত বছর ২৭৬ শিক্ষার্থী ছিল। চলতি বছর কমেছে অন্তত ৩০ জন শিক্ষার্থী। বিদ্যালয়ে দুটি ভবনে তিনটি শ্রেণিকক্ষ ও একটি অফিসকক্ষ রয়েছে। শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে পুরাতন টিনশেডের ঘরেই শিশুদের ঝুঁকির মধ্যে কোনো রকমে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও উপস্থিতিও কমে গেছে। এই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাজ্জাদ হোসেন জানান, বৃষ্টি হলে ঘরটিতে পানি পড়ে। ১৯৭৬ সালে টিনশেডে প্রতিষ্ঠিত হয় সাইংজুরী রামেশ্বরপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। একতলা ভবন নির্মাণ করা হয় ১৯৯৪ সালে। চার কক্ষের এই বিদ্যালয় ভবনের তিনটিতে পাঠদান ও একটি কক্ষে অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ছাদ ও দেওয়ালে ফাটলের সৃষ্টি হওয়ায় এটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। বছরখানেক আগে কোনোরকমে মেরামত করে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই কার্যক্রম চলে আসছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে এম আজাদ বলেন, ২০১৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হলেও নতুন ভবন হয়নি। এসব বিদ্যালয়ের অনন্ত ৩০ জন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপকালে তারা জানান, বিদ্যালয় ভবনগুলোর নির্মাণকাল খুব বেশি সময় না হলেও নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার ও যথাযথ মানের কাজ না হওয়ায় বেহাল হয়ে পড়েছে। তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিত্যক্ত এসব ভবন অপসারণ করে নতুন ভবন নির্মাণের গুরুত্বারোপ করেন।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সেলিনা আখতার বলেন, 'সাত উপজেলার ৬৫০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৬টি ভবনকে ঝুঁকি বিবেচনায় পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে আগেই। এর মধ্যে ঘিওরে ১৬টি, সিংগাইরে চারটি, হরিরামপুরে দুটি, সাটুরিয়ায় দুটি, শিবালয় ও দৌলতপুরে একটি করে রয়েছে। পরিত্যক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবনগুলোর তালিকা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।